336

তারিখ ... JUL 20 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫ ...

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহেলিত ফার্সী বিভাগ

মোঃ আবুল হাসেম

১২০৪ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর উপমহাদেশে উর্দু ও ফার্সী বিশেষ করে ফার্সী প্রচলিত ছিল। প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরীর ভাষায় 'ফার্সী ভাষার মাধ্যমে এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে ফার্সী এখানকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন-আদালত রাষ্ট্রের ভাষা ছিল।" আজ যেমন আমরা ইংরেজী জানা এবং বলতে পারাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, তেমনি এক সময়ে ফার্সী ভাষায় কথা বলা এবং ফার্সীর ব্যবহার ছিল সৃজনশীলতার পরিচায়ক। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিপর্যয়ের মাধ্যমে ইংরেজদের আধিপত্য প্রভাব ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ পরিবর্তনের সুবাদে ইংরেজ জাতি ফার্সী ভাষার স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের জন্য খবরদারি শুরু করে এবং এক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। যদিও এদেশে ইংরেজদের প্রভাবে ফার্সীর প্রচলন অবদমিত হয়েছিল, কিন্তু তা একেবারেই মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা সম্ভব ছিল না। ঢাকার খাজা পরিবার, সিলেটের মজুমদার পরিবার ও অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ ব্যক্তিগণ ফার্সী ভাষায় সাহিত্যে চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। যেহেতু ফার্সী ভাষা সাহিত্য এদেশেরই মানুষের সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ভাষাগতভাবেও ফার্সী ভাষা অনেক প্রাচীন ও উন্নত সে কারণে উর্দু-ফার্সী শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে অন্য ১১টি বিভাগের সাথে উর্দু-ফার্সী বিভাগটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় প্রতিষ্ঠা পায়। ইরান, ভারত, পাকিস্তান বিভিন্ন সময় এ বিভাগে অনুদান দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ১৯৯৫ সালে ইরান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফার্সী ভবনের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে এ বিভাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামান্যতম পূরণ হয়নি। বিভাগীয় শিক্ষক সংখ্যা, অফিস ব্যবস্থা, ক্লাস রুম এ সবই পুরনো নিয়ম-নীতিতে এখনও বহাল রয়েছে। পৃথক দু'টি ভাষা সাহিত্যের জন্য মোট (অতিরিক্ত শিক্ষকসহ) ১০ জন শিক্ষক। কলা অনুষদ থেকে বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির কোটা পূরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি নির্দেশিকার মাঝে এ বিভাগে ভর্তির জন্য কোন পরামর্শ বা নিয়ম-নীতির উল্লেখ নেই। ফলে বিভাগীয় কোটা পূরণে দ্বিতীয়বার ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাতে ভর্তি সংক্রান্ত শর্তাবলীসহ উর্দু, ফার্সী, আরবী বিষয়ে যারা কলেজ-মাদ্রাসায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারাই ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণের যোগ্য কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই নতুন শর্তটি জুড়ে দেয়ার ফলে শুধু মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী এ বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন। স্কুল-কলেজ থেকে সদ্য পাস করা শিক্ষার্থী উর্দু ও ফার্সী ভাষা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ থাকার পরও সে ভর্তির অযোগ্য। এমন কি যারা ইসলাম শিক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণ হন তারাও এ বিভাগে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ নিয়মটি আরবী বা ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ভর্তির বিপরীত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু-ফার্সী বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিছুটা নিয়মের পার্থক্য রয়েছে। প্রশ্ন থেকে যায়, উর্দু-ফার্সী কি শুধু মাদ্রাসার ছেলেদের জন্যই নির্দিষ্ট। বাংলা-ইংরেজী পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য কি এ বিভাগটি অবাঞ্ছিত? এক সূত্রে জানা যায় যে, বিসিএস প্রশাসনে উর্দু-ফার্সীর ২০টি পদ শূন্য রয়েছে। জাতীয় জাদুঘরে স্থাপত্য শিল্প, কারুকার্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফার্সীবিদের প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও ফার্সী শিক্ষকের চাহিদা আছে। এছাড়া বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন উর্দু-ফার্সী ভাষাবিদদের প্রয়োজন রয়েছে। এরপরও কি বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু-ফার্সী বিভাগটি নিষ্প্রয়োজন? এর চাহিদা নেই? তবে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিভাগে ভর্তির জন্য নতুন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এ বিভাগটিকে ঢেলে সাজানোর জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না? এটা সময়ের দাবী যে, আরবী, বাংলা, ইংরেজী বিভাগের ন্যায় এ বিভাগটিও সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হোক।